প্রথম আলো

তারিখ 22 DEC 2015
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

খুলনা ও সিরাজগঞ্জ

বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন আর উত্তরে প্রাণবন্ত উৎসব

খুলনা ও সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ●

সব সংখ্যা অঙ্ক, কিন্তু সব অঙ্ক সংখ্যা নয় কেন? গণিতের নাম পাটিগণিত কেন? শূন্য মৌলিক না যৌগিক সংখ্যা? মানুষ হাঁটার সময় হাত নাড়ায় কেন? গণিত-সংশ্লিষ্ট এমন মজার মজার ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন আর অতিথিদের উত্তরের মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল গণিত উৎসবের খুলনা ও সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক পর্ব।

গতকাল সোমবার সকালে অনুষ্ঠিত খুলনা আঞ্চলিক পর্বে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জ জেলার ৯৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭৩২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। সিরাজগঞ্জ আঞ্চলিক পর্বে অংশ নেয় জেলার নয়টি উপজেলার ৪৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪০০ শিক্ষার্থী। হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যেও তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি জানান দেয়, এসব খুদে গণিতবিদ গণিতের ভয় জয় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক—এই চার বিভাগে ভাগ হয়ে শিক্ষার্থীরা গণিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। 'গণিত শেখো-স্বপ্ন দেখো' স্লোগান নিয়ে এবারের গণিত উৎসবের ১৪তম আসরের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছে *প্রথম আলো*। পুরো উৎসবে সহযোগিতা করেছেন *প্রথম আলোর* স্থানীয় বন্ধুসভার সদস্যরা।

খুলনা: পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মাঠে উৎসব হয়। জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা ও আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মনিরুজ্জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত গণিতবিদ অধ্যাপক হারুনুর রশিদ, খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শিবেন্দ্র শেখর শিকদার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কামরুল হাসান তালুকদার, পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাফরোজা খানম প্রমুখ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৮

প্রাণবন্ত উৎসব

শেষ পৃষ্ঠার পর

নেয়। এরপর 'বন্ধুতা' পর্বে তারা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীদের গণিত-সংশ্লিষ্ট নানা প্রশ্নের উত্তর দেন অতিথিরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন *প্রথম আলোর* যুব কর্মসূচি সমন্বয়ক মুনির হাসান ও *প্রথম আলোর* খুলনা বন্ধুসভার বন্ধু হেলেন রূপা। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সজীব কুমার মহলী।

বিজয়ীদের হাতে ক্রেস্ট, সনদপত্র ও বিভিন্ন উপহারসামগ্রী তুলে দেন অতিথিরা। প্রাথমিক বিভাগে খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুলের নাফিসা হাসান নিহা, মাধ্যমিক বিভাগে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্কুলের রেজওয়ান আরেফিন, নিম্নমাধ্যমিক বিভাগে সরকারি ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের মওদুদ হাসান ও উচ্চমাধ্যমিক বিভাগে সরকারি এমএম সিটি কলেজের তানভীর আহাদ জয় প্রথম হয়।

সিরাজগঞ্জ: সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে জাতীয় পতাকা, গণিত অলিম্পিয়াড ও আঞ্চলিক অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলন ও বেলুন ওড়ানোর মধ্য দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রশাসক মো. বিপ্লাল হোসেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন, ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের সিরাজগঞ্জ জেলা শাখার ব্যবস্থাপক রাশিদুল হাসান গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা এবং সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. দেলোয়ার হোসেন আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলন করেন।

জেলা প্রশাসক বলেন, গণিতের পাশাপাশি বিজ্ঞানের অন্য বিষয়গুলো নিয়েও অলিম্পিয়াড করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সম্পর্কে জানতে পারবে। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য *প্রথম আলো* ও ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বলেন, পরিবেশসহ নানা বিষয়ে সমস্যার সমাধান করতেও তারা উদ্যোগী হলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শিক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্নোত্তর পর্বের সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটির একাডেমিক কাউন্সিলর মাহমুদুল হাসান। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের বিভাগীয় সহযোগী অধ্যাপক মো. জসিম উদ্দীন, একই কলেজের প্রভাষক আব্দুল হাই ও ইসলামিয়া সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা নৃত্য ও সংগীত পরিবেশন করে। পরে কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সমাপনী পর্বে গণিত অলিম্পিয়াডের গান পরিবেশন করে কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা। সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা হাকিম শামীম আলম, কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপাধ্যক্ষ দেলোয়ার হোসেন ও *প্রথম আলোর* সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি এনামুল হক।

প্রাথমিক বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়ে উচ্ছ্বসিত কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী নবনীতা পাল আবৃত্তি করে উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে।

ফরিদপুরে আজ উৎসব: ফরিদপুর অফিস জানায়, রাজবাড়ী ও ফরিদপুরের ২৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছয় শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে আজ ফরিদপুর আঞ্চলিক গণিত উৎসব হবে। সকাল নয়টায় ফরিদপুর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।